বীরেশ্বর বিবেকানন্দ

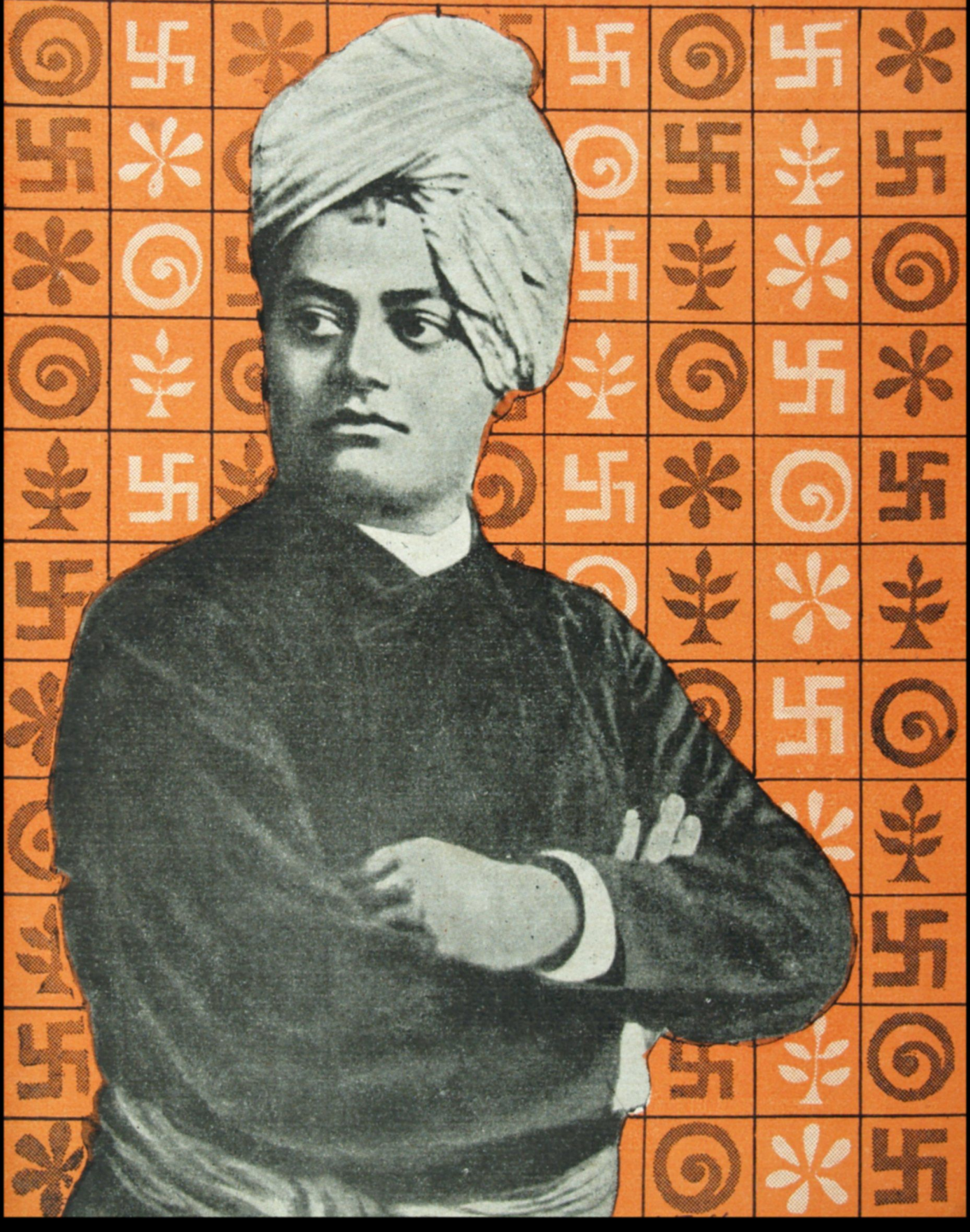

সেবক চিত্র প্রতিষ্ঠানের সশ্রদ্ধ নিবেদন

বীরেশ্বর বিবেকানন্দ

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **মধু বসু** ● সংগীত পরিচালনা : **অনিল বাক্‌চী।**
কাহিনী : **অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত** ॥ প্রযোজনা : **শ্রীমতী ইভা বন্দ্যোপাধ্যায়।**
চিত্রগ্রহণ : **অজয় মিত্র** ॥ সম্পাদনা : **অর্দ্ধেন্দু চ্যাটার্জী** ॥ শব্দগ্রহণ : **বাণী দত্ত।**
শিল্পনির্দেশ : **বটু সেন** ॥ সংলাপ : **বঙ্কিম চ্যাটার্জী** ॥ সংগীত গ্রহণ : **শ্যামসুন্দর ঘোষ** ॥
রূপসজ্জা : **শৈলেন গাঙ্গুলী** ॥ প্রধান কর্মসচিব : **নির্মল ব্যানার্জী** ॥ কর্মসচিব : **কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জী** ॥ তড়িৎ নিয়ন্ত্রণ : **হরেন গাঙ্গুলী** ॥ ব্যবস্থাপনা : **নন্দদুলাল দাস।**
সাজসজ্জা : **নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই** ॥ স্থিরচিত্র : **রাণা বসু** ॥ গীত রচনা : **শ্যামল গুপ্ত, চণ্ডীদাস বসু ও সংগ্রহ** ॥ নেপথ্য কণ্ঠ সংগীতে : **ধনঞ্জয়** ॥ **সন্ধ্যা** ॥ **অধীর বাক্‌চী** ॥ **পূর্ণ দাস** (বাউল) ও **অনিল বাক্‌চী** ॥ প্রচার সচিব : **নিতাই দত্ত** ॥
প্রচার উপদেষ্টা : **শ্রীপঞ্চানন**

॥ রূপায়ণে ॥

নাম ভূমিকায় ···· **অমরেশ দাস**

বিশ্বনাথ দত্ত—বিপিন গুপ্ত ॥ ভুবনেশ্বরী দেবী—মলিনা দেবী ॥ রাম দত্ত—মিহির ভট্টাচার্য ॥ সুরেন মিত্র—বীরেন চ্যাটার্জী ॥ গিরিশ ঘোষ—জহর গাঙ্গুলী ॥ শ্রীমঃ—চন্দ্রশেখর দে ॥ ডাঃ মহেন্দ্র সরকার—গঙ্গাপদ বসু ॥ দাশরথি—জীবন ঘোষ ॥ অন্নদা গুহ—প্রেমাংশু বসু ॥ ভুবন—বুবু গাঙ্গুলী ॥ প্রতাপ হাজরা—পঞ্চানন ভট্টাচার্য ॥ বনমালী—প্রীতি মজুমদার ॥ বাঈজী—শীলা পাল ॥ আলোয়ারের মহারাজা—শ্রীপতি চৌধুরী ॥ ক্ষেত্রীর মহারাজা—সুব্রত সেন ॥ রামনাদের রাজা—সুকু মুখার্জী ॥ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ—পূর্ণেন্দু মুখার্জী ॥ আলোয়ারের দেওয়ান-শিশির মিত্র ॥ বলরাম বসু-নন্দদুলাল দাস ॥ ক্ষান্ত-সন্ধ্যা দেবী ॥ বিলে-স্বপনকুমার ॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও তৈলঙ্গস্বামী ···· **গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়**

অন্যান্য ভূমিকায়—গোপেন মুখার্জী, মৃণাল সাহা, অনাদি দাস, ক্ষীরোদ মুখার্জী, নিখিল দাস, গোপাল মজুমদার, অশোক মিত্র, গণেশ সরকার, সেবা, পতাকী মুখার্জী, সমর চ্যাটার্জী, অসিত মুখার্জী, চিত্ত ঘোষাল, ডাঃ হরেন মুখার্জী, গোবিন্দ চক্রবর্তী, অনিতা দত্ত, বণু ব্যানার্জী, ডলি ঘোষ, অজয় দাস, ষষ্ঠী দাস, অমল ভট্টাচার্য, পূর্ণ দাস, বরেন বসু, মাঃ অজয় এবং মাঃ শিবশঙ্কর প্রমুখ।

॥ সহকারীবৃন্দ ॥

পরিচালনায় : বঙ্কিম চ্যাটার্জী ॥ চিত্রগ্রহণে : আশু দত্ত ও কৃষ্ণ মণ্ডল ॥ শব্দানুলেখনে : ঋষি ব্যানার্জী ও পাচু মণ্ডল ॥ সম্পাদনায় : অনীত মুখার্জী ॥ সংগীতে : অলক দে ॥ ব্যবস্থাপনায় : প্রবোধ দাস, ফটিক মাইতি ও অজিত দত্ত ॥ রূপসজ্জায় : অনাথ মুখার্জী, পঙ্কু দাস ॥ পটশিল্প : বলরাম চ্যাটার্জী ও নবকুমার কয়াল ॥ তড়িৎ নিয়ন্ত্রণে : সুধীর সরকার, অভিমন্যু দাস, দুঃখী অধিকারী, অবনী নস্কর, সুদর্শন দাস, সন্তোষ সরকার, সুনীল দাস ও মারু ॥

ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে আর, সি, এ, শব্দযন্ত্রে গৃহীত ও ফিল্ম সার্ভিসেস ল্যাবরেটরীতে বিজন রায়ের তত্ত্বাবধানে পরিস্ফুটিত।

॥ বিশ্ব-পরিবেশনা : **ভবতারিণী পিকচার্স** ॥

গল্পাংশ

ডাকনাম বিলে, ভাল নাম নরেন্দ্র। বাপ বিশ্বনাথ দত্ত হাইকোর্টের অ্যাটর্নী, মা ভুবনেশ্বরী ছেলেবেলা থেকেই নরেন ভীষণ দুরন্ত। পাড়া মাথায় করে রাখে তার দুষ্টুমিতে। এই চঞ্চল ছেলে, কিন্তু ভালমানুষটি ঠাকুর দেবতার নাম শুনলে। সাধু সন্ন্যাসী দেখলে সে দানে মুক্তহস্ত। একটু বড় হতেই নরেন হয়ে উঠল অনুসন্ধিৎসু। সব কিছুই তার জানা চাই। নিষেধ মানে না, তাই মুসলমানের হুঁকোয় মুখ দিয়ে দেখে জাত যায় কিনা।

ছ বছর বয়সে পাঠশালায় পাঠিয়ে নরেনের বাপ-মা পড়লেন মুস্কিলে। ছেলে পড়াশুনা করার চেয়ে খেলায় মনোযোগী। সাধু হবার খেলা। মাস্টার ক্লাসে গোলমাল করতে দেখে পড়া ধরে তো অবাক। ঠিক ঠিক জবাব। সাহসই কম নাকি! ভয় নেই তার ভূত প্রেতে।

ছেলেবেলা থেকে যে অনুসন্ধিৎসা তাকে অহরহ পাগল করে রাখত, বড় হয়ে সেই প্রশ্নকে বাস্তবের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে সে হয়ে উঠল নাস্তিক। কোথায় ঈশ্বর? যাকে দেখা যায় না তাকে মানে না সে। এই জিজ্ঞাসা নিয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ থেকে ঠাকুর রামকৃষ্ণের পাদপীঠে। দেখতে চায় সে ঈশ্বরকে, অনুভব করতে চায় তাঁর অস্তিত্বকে।

বাপ থাকতে যে নরেন অনন্ত জিজ্ঞাসা নিয়ে তোলপাড় করেছে তার অচেনা অজানা ছোট্ট জগৎটাকে, সেই নরেন হঠাৎ বাপ মারা যাওয়ায় আরাম শয্যা থেকে ঝাঁপ দিল অতল সংসার-সমুদ্রে। মা ভাই বোনদের মুখে দুমুঠো অন্ন তুলে দেবার জন্যে ঘুরল এ অফিস থেকে সে অফিস। কোথাও ঠাঁই মিলল না। ছেঁড়া জুতো আর ময়লা জামাকাপড় পরে ঘুরল সম্ভব অসম্ভব সব আস্তানায়। শেষে ঠাকুরের কাছে। ঠাকুর নরেনকে দেখে পাগল। তার চাকরির জন্য কত জায়গায় বলেন। কিন্তু নরেন কি অতই ছেলেমানুষ। ঠাকুরকে বলে—কালী মাকে বলতে পার না!

ঠাকুরের বলাতেও যখন হল না তখন নরেন নিজে মায়ের কাছে প্রার্থনা করতে গিয়ে চেয়ে নিল জ্ঞান, বিবেক, বৈরাগ্য আর ভক্তি।

ঠাকুরকে গুরু করে নরেন দক্ষিণেশ্বরেই থাকে। তর্ক করে গুরুভাইদের সঙ্গে ধর্ম আর কর্ম নিয়ে। জ্ঞান পিপাসায় যখন ছটফট করছে নরেন, ঠাকুরের হল অসুখ, গলায় ঘা, খেতে পারেন না কিছু। অসুখ বাড়তে থাকলে নরেন গুরুর কথা ভেবে পাগল। অবশেষে ডাক্তারের চিকিৎসা, এতজন শিষ্যের আকুল প্রার্থনা, গিরিশ ঘোষের চোখের জল—সব কিছুকে ব্যর্থ করে ঠাকুর মহাসমাধিতে লীন হয়ে গেলেন। যাবার আগে তাঁর আশ্রমের শিষ্যদের আর তাঁর সমস্ত সাধনার ফলাফল অর্পণ করে গেলেন নরেনকে।

নরেন ঠিক করল ঈশ্বর-উপলব্ধিই হচ্ছে তার ও সঙ্গী গুরুভাইদের সাধনা। যার মধ্যে যতখানি ঈশ্বর বিকাশ তার ততখানি মনুষ্যত্ব। মানুষ তৈরি করতে গেলে আগে মানুষ হ'তে হবে নিজেদের। সঙ্গীদের বললেন, ওঠ, জাগ, উদ্বুদ্ধ হও।

সন্ন্যাস নিল সকলে। নতুন আশ্রম বরানগরে। কিন্তু বরানগর যেন মুক্ত নয়। তাই মুক্তির জন্য গেরুয়া ধারণ করে হাতে কমণ্ডলু আর দণ্ড নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন বিবিদিষানন্দ অর্থাৎ নরেন্দ্রনাথ। শিবজ্ঞানে জীবসেবা এই মন্ত্র জপ করতে করতে স্বামী বিবেকানন্দ বেরুলেন সারা ভারত পর্যটনে। জানতে চান মানুষকে, অনুভব করতে চান দুঃখ আর দারিদ্র্যকে তিনি, যে দুঃখ দারিদ্র্য, অশিক্ষা জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসে আছে ভারতবাসীর বুকে।

ঘুরে বেড়ালেন সর্বত্র। হিমালয়ের তুষার ধবল গিরিগুহা থেকে রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত। দীনের পর্ণকুটীরে, রাস্তায়, গাছতলায়। অনাহারে, রাজভোগে—সর্ব অবস্থায় বাস করে অনুভব করলেন বৈষম্যকে। কৃচ্ছ্রসাধন আর আত্মনিপীড়নের মধ্য দিয়ে জানতে চাইলেন ঈশ্বরকে। আবিষ্কার করতে চাইলেন সত্যকে। ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্বকে।

এর জন্য শুধু পর্যটন নয়, জ্ঞানানুসন্ধানের মধ্য দিয়ে চরম সত্যকে জানার জন্য পড়লেন বেদ, উপনিষদ, কোরান, বাইবেল। পানিনির দুরূহ শব্দকোষের মধ্য থেকে আবিষ্কার করলেন নতুন ব্যাখ্যা। গীতার কর্মযোগকে মর্মবাণী করে প্রচার করলেন হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত। মায়ের কাছে একদা যা চেয়েছিলেন তাই পেলেন—জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্য আর বিবেক। তাই ক্ষেত্রীর মহারাজা তাঁর নাম দিলেন বিবেকানন্দ! ধর্মের মধ্য দিয়ে কর্মের অপূর্ব সমন্বয় সাধন করতে চাইলেন তিনি।

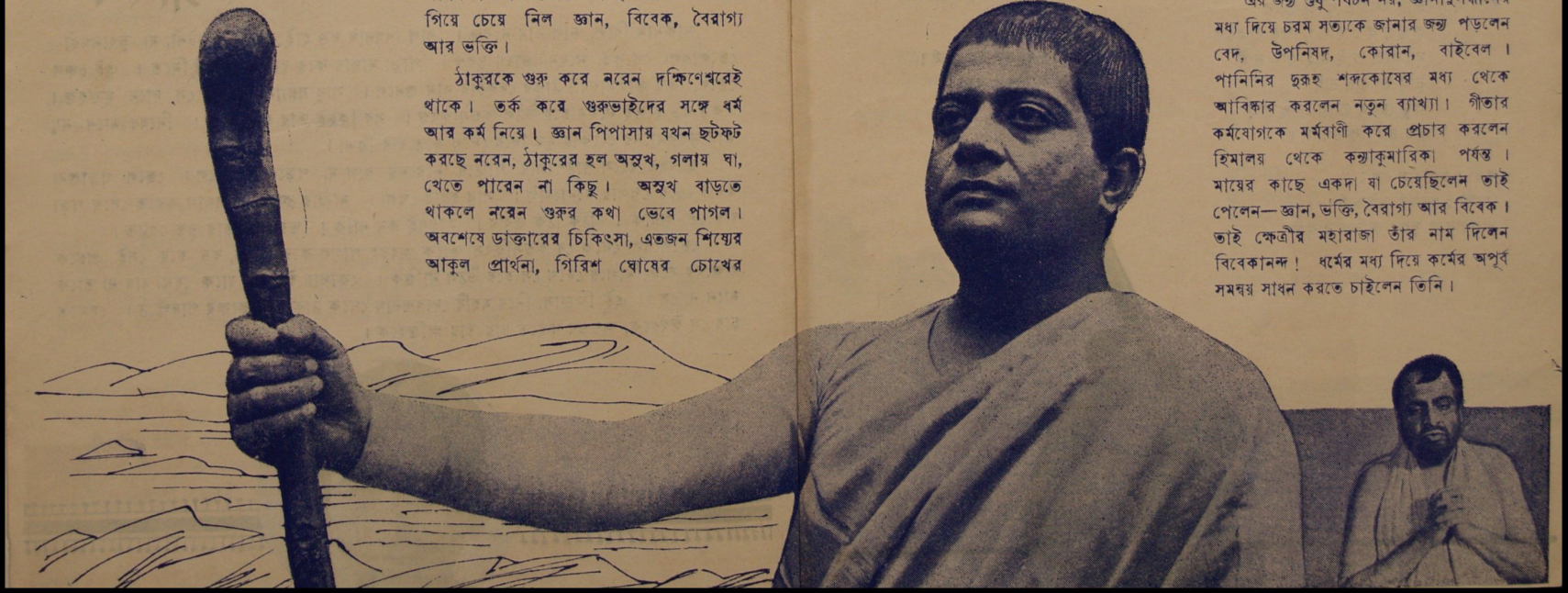

॥ সঙ্গীত ॥

(১)

কে দেখেছে ভগবানে ?
তুমি দেখেছো কি ভগবানে ?
কে দেখেছে বল ভগবান তার
ঘুমে নয় সজ্ঞানে
কে দেখেছে তার কেমন স্বরূপ
সে কি অপরূপ বুঝিবা অরূপ
সে কি গো সাকার সেকি নিরাকার
কোন জনা তারে জানে ॥
কত যে খুঁজেছি আজও খুঁজি তারে
আরও কত হায় খুঁজিব তাহারে
মন বলে তাই নাই ওরে নাই
নাই ভগবান নাই
কভু চোখে তারে দেখি নাই
(তারে) দেখি নাই কোনখানে ॥

কথা : চণ্ডীদাস বসু।
শিল্পী : ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য।
সংকলন ও সুর : অনিল বাক্‌চী

(২)

যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে
(আমি) আছি নাথ দিবানিশি
আশাপথ নিরখিয়ে।
তুমি ত্রিভুবন নাথ আমি ভিখারী অনাথ
কেমনে বলিব তোমায় এস মম হৃদয়ে
হৃদয় কুটীর দ্বার খুলে রাখি অনিবার
কৃপা করে একবার এসে কি জুড়াবে হিয়ে।

কথা : সংগ্রহ।
শিল্পী : ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য।
সুর : অনিল বাক্‌চী।

(৩)

(জাগো) জাগো মা কুল কুণ্ডলিনী
তুমি নিত্যানন্দ স্বরূপিনী
তুমি ব্রহ্মানন্দ স্বরূপিনী।
প্রসুপ্ত ভুজগাকারা আধার পদ্মবাসিনী।
ত্রিকোণে জ্বলে কৃশানু তাপিত হইল তনু,
মূলাধার ত্যজ শিবে স্বয়ম্ভু শিব বেষ্টিনী ॥
গচ্ছ সুষুম্নার পথ, স্বাধিষ্ঠানে হও উদিত,
মণিপুর অনাহত, বিশুদ্ধাজ্ঞা সঞ্চারিনী।
শিরসি সহস্রদলে, পরম শিবেতে মিলে,
ক্রীড়া কর কুতুহলে, সচ্চিদানন্দ স্বরূপিনী।

শিল্পী : ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য। কথা : সংগ্রহ।
সুর : অনিল বাক্‌চী।

(৪)

মন চল নিজ নিকেতনে
সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে
ভ্রম কেন অকারণে।
বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ
সব তোর পর কেহ নয় আপন
পর প্রেমে কেন হয়ে অচেতন
ভুলিছ আপন জনে।
সত্য পথে মন কর আরোহন
প্রেমের আলো জ্বালি চল অনুক্ষণ
সঙ্গেতে সম্বল রাখ পুণ্যধন
গোপনে অতি যতনে।
লোভ-মোহ আদি পথে দস্যুগণ
পথিকের করে সর্বস্ব শোষণ
পরম যতনে রাখ রে প্রহরী সম দম দুইজনে।

শিল্পী : ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য। কথা : সংগ্রহ।
সংকলন ও সুর : অনিল বাক্‌চী।

(৫)

সখি, শ্যাম-পাখী, আঁখি-ফাঁদে পড়েছে বাঁধা
সোহাগে শিখাবো তারে কহিতে রাধা ॥
হৃদি পিঞ্জর মাঝে—
যতনে ভুলায়ে আনি,
দুটি পায়ে দেব বেঁধে—
রূপের শিকলখানি,
মিটাতে গো তারি ক্ষুধা
দেবো তারে প্রেম সুধা,
চলিবে মনের সাধে—
পিরিতি সাধা ॥

শিল্পী : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়।
কথা : শ্যামল গুপ্ত।
সুর : অনিল বাক্‌চী।

(৬)

মা তুংহি তারা
তুমি ত্রিগুণধরা—পরাৎপরা (মা)
আমি জানি মা, ও দীন দয়াময়ী তুমি
দুর্গমেতে দুঃখহরা।
তুমি জলে, তুমি স্থলে, তুমি আদ্যামূলে গো মা,
আছ সর্ব্বঘটে অর্ধ্যাপুটে—
সাকার আকার নিরাকারা ॥
তুমি সন্ধ্যা, তুমি গায়ত্রী,
তুমি জগদ্ধাত্রী গো মা,
অকূলের ত্রাণকর্ত্রী
সদাশিবের মনোহরা ॥

শিল্পী : অধীর বাক্‌চী। কথা : সংগ্রহ।
সুর : অনিল বাক্‌চী।

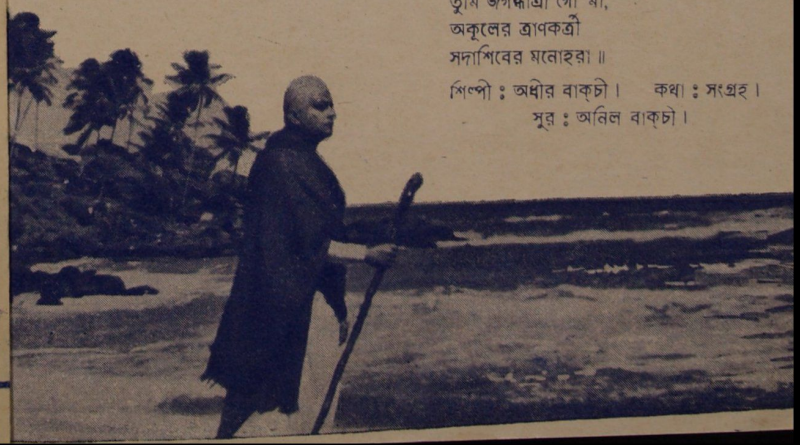

ভবতারিণী পিকচার্সের পক্ষে প্রচার-সচিব শ্রীনিতাই দত্ত কর্তৃক ৮৬, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং শচী প্রেস, ৭, আশুতোষ দে লেন, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত। প্রচার পরিকল্পনা : শ্রীপঞ্চানন।